গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১৯ - ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

প্রজাতন্ত্র দিবসে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ

সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং সহ শত শহিদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে অসম্মান

প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে পাঁচ বাম দলকে প্রভাস ঘোষের চিঠি

আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সিপিআইএমএল-লিবারেশন— এই পাঁচটি বামপন্থী দলের সাধারণ সম্পাদকদের উদ্দেশে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ ডিসেম্বর নিম্নের চিঠিটি পাঠিয়েছেন। ঐ দিন বিকালে এস ইউ সি আই (সি) অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি চিঠিটি প্রকাশ করেন। উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর।

প্রিয় কমরেড,

আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন, যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুদীর্ঘকাল ধরে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে ও ষড়যন্ত্রমূলক উপায়ে বহু দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে চলেছে, যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে, ধর্মীয় মৌলবাদ ও জাতিগত বিদ্বেষে উস্কানি দিয়ে, গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করাচ্ছে, নারী ধর্ষণ করাচ্ছে, অসংখ্য গ্রাম-শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করাচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের ধন-সম্পদ লুঠ করছে— মানবতার ঘৃণ্য শত্রু সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট ওবামাকে এবার ভারত সরকার ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর আগ্রাসন-হত্যা ও ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য কেবল হিরোসিমা-নাগাসাকি-ভিয়েতনাম-লাওস-কাম্বোডিয়া-কোরিয়াই বহন করছে, তা নয়, আজ এই সময়ে আফগানিস্তান-ইরাক-লিবিয়া-সিরিয়া, প্যালেস্টাইন সহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, আরব দুনিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ তার জ্বলন্ত নিদর্শন রূপে বিরাজ করছে।

এ কথা পরিষ্কার যে, ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শুধু দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, মধ্যপ্রাচ্য সহ আরব দুনিয়া ও অন্যত্র নিজের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে ক্রমাগত যে বাণিজ্যিক

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রচার ও হইচইয়ের ডামাডোলে আমানতকারীদের স্বার্থ চাপা না পড়ে!

সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ১৪ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি ফাঁস হতেই আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম, এত বিশাল মাপের আর্থিক কেলেঙ্কারি, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের শত সহস্র কোটি টাকা লুঠ হয়ে গেছে, তা কখনই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ অগোচরে ঘটতে পারে না। বহু রকম গোয়েন্দা সংস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি প্রভৃতি নজরদারি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন ও কীভাবে সারদা সহ অন্যান্য অসাধু চিটফান্ডগুলি বিনা বাধায় আন্তঃরাজ্য

সারদা

সাতের পাতায় দেখুন

সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক পাঠ্য করা এবং গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণা করার প্রস্তাব শিক্ষা ও সমাজের স্বার্থবিরোধী

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সংস্কৃতকে তৃতীয় ভাষা হিসাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক পাঠ্যতালিকায় যুক্ত করা এবং গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব প্রসঙ্গে ৯ ডিসেম্বর '১৪ এক বিবৃতিতে বলেন —

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনে বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত করার আকস্মিক এবং স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তে অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ অত্যন্ত আতঙ্কিত। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে অন্যান্য স্কুলগুলিতেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার মনোভাব ব্যক্ত করেছে। শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে ছাত্রস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই রকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

বাধ্যতামূলক ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও এক বা একাধিক ভাষা গ্রহণের মাপকাঠি তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রথমত কোন ভাষা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নত জ্ঞানের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে, দ্বিতীয়ত কোন ভাষা বৃহৎ অংশের সাধারণ মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে, তৃতীয়ত কোন ভাষার দক্ষতা ছাত্রদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এবং পেশা নির্বাচনে সহায়ক হবে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষার সে স্থানে অবস্থান করার ক্ষমতা নেই। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের জগতে, সাধারণ মানুষের যোগাযোগকারী ভাষা হিসাবে বা ছাত্রদের কর্মক্ষেত্রে কাজের পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হিসাবে সংস্কৃত ভাষার কোনও ভূমিকাই আজ আর নেই। বরং অন্যান্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জোর করে সংস্কৃতকে পাঠ্য হিসাবে চাপিয়ে দিতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তর-মন্তরে ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে হাজার হাজার শ্রমিকের বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান। সংবাদ পাঁচের পাতায়।

প্রজাতন্ত্র দিবসে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ
শহিদদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে অসম্মান

একের পাতার পর

আর্থিক-কূটনৈতিক ও সামরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে চলেছে— সে পথেই আরও একটি পদক্ষেপ হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি এই আমন্ত্রণ।

আমরা মনে করি, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এভাবে আমন্ত্রণ জানানোর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম— নেতাজি সুভাষচন্দ্র, শহিদ ঈ আজম ভগৎ সিং সহ অসংখ্য বীরযোদ্ধা ও শহিদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অসম্মান করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, ভারতের জনগণ কোনও মতেই এই অন্যায় অনৈতিক সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারেন না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অবিলম্বে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের সর্বত্র শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করা। এই সম্পর্কে আলোচনা ও বিস্তারিত কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য আমরা ৬টি বামপন্থী দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সত্বর একটি বৈঠক করার প্রস্তাব করছি। আশা করি আপনারা এই প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

এরপর সাংবাদিকদের উদ্দেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, চিঠিটি আমরা পাঁচটি দলের কেন্দ্রীয় অফিসে সাধারণ সম্পাদকদের উদ্দেশে পাঠিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি তাঁরা ইতিবাচক সাড়া দেবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করে আমরা এগোতে পারব। (চিঠির কপি সাংবাদিকদের দেওয়া হয়।)

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে

সাংবাদিক ঃ বিজেপি ও সংঘ পরিবার বলে তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, এমনকী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধী।

প্রভাস ঘোষ ঃ মৌলবাদীরা যারা সাম্রাজ্যবাদের টাকায় চলছে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয় কী করে? তা ছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য চালাচ্ছে, সর্বত্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদত দিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতির সুবিধা নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে যাওয়া, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণসংগ্রাম দুর্বল হওয়া প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে সমস্ত দেশে যত রকমের ধর্মীয় মৌলবাদ আছে, তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে, উসকানি দিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে বিজেপি যে ক্ষমতায় এল, তার জন্য দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যেমন টাকা ঢেলেছে তেমনই সাম্রাজ্যবাদীরাও দিয়েছে। এই যে বিদেশি লগ্নি পুঁজিকে হু হু করে দেশে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বিজেপি সরকার, এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ আছে তো।

সাংবাদিক ঃ এবারে আপনারা কীভাবে বিক্ষোভ করবেন বলে ভাবছেন?

প্রভাস ঘোষ ঃ আমরা ছয় দল বসে সেই কর্মসূচি ঠিক করব। আমরা একা তো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না, সেইজন্যই আমরা বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছি। তবে আমরা দীর্ঘস্থায়ী এবং ধারাবাহিক কর্মসূচির পক্ষে। একটা দিনের বিক্ষোভের ব্যাপার এটা নয়। জনমত গড়ে তুলে, জনসাধারণকে সংগঠিত করে লাগাতার এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাকি আমাদের যা চিন্তাভাবনা, অন্যান্য দলের সাথে আলোচনাতেই রাখব।

সাংবাদিক ঃ কেন্দ্রীয় সরকার তো আমেরিকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রভাস ঘোষ ঃ বাণিজ্যিক শুধু নয়, কূটনৈতিক, সামরিক সমস্ত ক্ষেত্রেই সে আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারতীয় পুঁজি যে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে, এ কথাটা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি। ইন্ডিয়ান ফিনান্স ক্যাপিটালও সাউথ এশিয়া, মিডল ইস্ট, আরব ওয়ার্ল্ড, ল্যাটিন আমেরিকায় বহু জায়গায় যাচ্ছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শক্তি। আমেরিকা, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইজরায়েলকে নিয়ে একটা নতুন সাম্রাজ্যবাদী জোট গড়ে উঠেছে।

সাংবাদিক ঃ আমেরিকাও কিন্তু নতুন সরকারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রভাস ঘোষ ঃ আমেরিকা গুরুত্ব দিচ্ছে, কারণ এতে তারও স্বার্থ আছে। ভারতের সাহায্য আমেরিকার প্রয়োজন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতকে সে ব্যবহার করতে চাইছে। একটা সময়ে আমেরিকার মিত্র ছিল পাকিস্তান। এখন আমেরিকার মিত্র হচ্ছে ভারত।

সাংবাদিক ঃ বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান ঘটছে।

প্রভাস ঘোষ ঃ উত্থানটা তো সংবাদমাধ্যমগুলিতেই, মিডিয়াতেই সবচেয়ে বেশি দেখছি।

সাংবাদিক ঃ জমিতে দেখছেন না?

প্রভাস ঘোষ ঃ এত প্রচারের কিছু প্রভাব তো পড়ছে। তা ছাড়া, দেশে বামপন্থী আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল। বিজেপি তার সুযোগ নিচ্ছে। সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনে বামপন্থা যথেষ্ট মসীলিপ্ত হয়েছে। তার সঙ্গে এখন তৃণমূলের অপশাসন। তারা দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছে। ফলে একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া, বিজেপি প্রচুর টাকা ঢালছে, হিন্দুত্বের সেন্টিমেন্টও তুলছে খুব প্রবল ভাবে। তার পাল্টা হিসাবে মুসলিম মৌলবাদীরা মুসলিম সেন্টিমেন্টকেও জাগাচ্ছে। হিন্দুত্বের সেন্টিমেন্ট যত জাগছে, মুসলিম সেন্টিমেন্টও তত জাগছে। আবার মুসলিম সেন্টিমেন্ট যত জাগছে, তাতে হিন্দুত্বের সেন্টিমেন্ট মদত পাচ্ছে। অত্যন্ত বিষাক্ত একটা পরিস্থিতি, বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

সিপিআইএম নেতা প্রকাশ কারাতের সঙ্গে যখন আমার বৈঠক হয়, আমি স্পষ্ট করে বলেছিলাম, একটা কনভেনশন বা একটা মিছিল করে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আক্রমণ ও মৌলবাদী আক্রমণকে আটকানো যাবে না। দুটি ফ্রন্টে ব্যাটল করতে হবে। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আদর্শগত সংগ্রাম চাই। যথার্থ সেক্যুলার হিউম্যানিজম কী, এ জিনিসটা ভারতবর্ষে প্রথম দেখিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। একেবারে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সমাজমনন চেয়েছিলেন তিনি। এটা একটা ট্র্যাজেডি যে এত বড় একজন গ্রেট ম্যানকে এ দেশের বুদ্ধিজীবীরা ভুলে গেছেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন বেদান্ত, সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন, এগুলি আজ আর সত্য বহন করে না, ইউরোপ থেকে বিজ্ঞানের আলো নিয়ে আসতে হবে, যুক্তিবাদী মনন গড়ে তুলতে হবে, তার জন্য প্রাকৃতিক দর্শন পড়াতে হবে। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের সেই সব কথা ভুলে গেছে। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলবাদকে ফাইট করেছিলেন, সেক্যুলার হিউম্যানিজমকে তুলে ধরেছিলেন। শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং তাঁর 'হোয়াই আই অ্যাম এন এথিস্ট' লেখায় এই চিন্তাই তুলে ধরেছিলেন। আবার সুভাষচন্দ্রও বলেছিলেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানো উচিত নয়। কিন্তু সেক্যুলার হিউম্যানিজমের চর্চা এ দেশে হয়নি।

আমি মনে করি নাগরিক হিসাবে জার্নালিস্টদেরও ভূমিকা আছে। আপনারা যাঁরা এই হাউসে আছেন, তাঁরা বয়সে আমাদের থেকে ছোট। দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আগামী দিন আরও ভয়ঙ্কর। আপনাদের সন্তান সন্ততি আছে, তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে কলম ধরুন, অনেক কাজ হবে।

শিক্ষা ও সমাজের স্বার্থবিরোধী

একের পাতার পর

গেলে অবশ্যই তা বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং অহেতুক ও অবাঞ্ছিতভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। যা কোনওভাবেই কাম্য নয়। ফলে আধুনিক ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় ভাষার স্থানে বাধ্যতামূলক সংস্কৃত শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার স্বার্থের ক্ষতি করবে না, তা সমাজে বিপর্যয় ও সর্বনাশ নামিয়ে আনবে।

আমরা পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরোধিতা আমাদের সংস্কৃত ভাষার অপছন্দ থেকে নয়। আমরা মনে করি, যেকোনও ভাষার দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করার সুযোগ থাকা উচিত এবং তা অবশ্যই ঐচ্ছিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা বিশ্বাস করি, এই নীতি বিজেপি-সংঘপরিবারের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের একটা চক্রান্তকারী স্কিম। ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে তারা সমস্ত রকম পুরানো মান্ধাতা যুগের বাতিল ধর্মীয় ধ্যানধারণা প্রচলন করছে যা মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা, গণতান্ত্রিক চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারা ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি গড়ে তুলছে। গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাবও এই সর্বনাশা স্কিমেরই অন্যতম। তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছে এবং সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্ট ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করে শোষিত মানুষের ঐক্যকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ বিরোধী গণআন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রাম ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে।

আমরা দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন করছি, বিজেপি-সংঘ পরিবারের বিভেদ সৃষ্টিকারী এই ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম গড়ে তুলুন।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার স্বরূপনগর লোকাল কমিটির সক্রিয় কর্মী কমরেড বসন্ত বিশ্বাস ২৮ নভেম্বর এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।

বিগত শতাব্দীর '৯০-এর দশকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে প্রতারিত ঋণগ্রহীতাদের আন্দোলনের মাধ্যমেই দলের সাথে কমরেড বসন্ত বিশ্বাসের সম্পর্কের শুরু। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ভাই ও বোনকেও দলের দৃঢ় সমর্থকে পরিণত করেন। অন্যান্য দলগুলির প্রলোভন, হুমকি তাঁকে কোনওদিন টলাতে পারেনি। এই সংগ্রামের পথেই সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনে তিনি জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ শুনেই স্থানীয় কমরেডরা তাঁর বাড়িতে এবং বসিরহাট হাসপাতালে ছুটে যান। পরদিন স্বরূপনগরে দলীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। স্মরণ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড বসন্ত বিশ্বাস লাল সেলাম

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতার সল্টলেক আঞ্চলিক শাখার কর্মী কমরেড সুনীল হোড় ৫ ডিসেম্বর একটি নার্সিংহোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। দলের উল্টোডাঙা আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড অনিল হোড়ের মাধ্যমে কমরেড সুনীল হোড় দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময় তিনি নদীয়া জেলায় সংগঠন গড়ার কাজে নিজেকে যুক্ত করেন এবং ওই জেলার চাকদহে পার্টির সংগঠন গড়ার কাজে প্রথমে যাঁরা এগিয়ে আসেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বেলেঘাটা আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন এবং তারপর সল্টলেকে চলে আসেন। তিনি নিজের পরিবারের সকল সদস্যকেও পার্টির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, পুত্রদের সমর্থকে পরিণত করেছেন।

সল্টলেকে বাসভবনে তাঁর মরদেহে দল ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

কমরেড সুনীল হোড় লাল সেলাম

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিল

হাবড়া। ৬ ডিসেম্বর

চটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথে বসাচ্ছে মোদি সরকার

আম্বানি প্রমুখ পুঁজিপতিদের সিন্থেটিক প্যাকেজিংয়ের ব্যবসায় বাড়বাড়ন্ত আনার লক্ষ্যে বিগত ইউপিএ-২ সরকারের পথে হেঁটে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবার কোপ বসাতে চাইছে পাটশিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘাড়ে। সরকারের পরিকল্পনা হল, চটের বস্তার বাধ্যতামূলক ব্যবহারের আইন 'জেপিএম-১৯৮৭' ধাপে ধাপে তুলে দিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সিন্থেটিক বস্তার ব্যাপক প্রচলনের রাস্তা তৈরি করা। নরেন্দ্র মোদি সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক এই বিষয়ে ৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি আমলা ও চটকল মালিকদের একটি মিটিং ডাকে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে ডাকা বৈঠকেও সরকার কোনও শ্রমিক ইউনিয়নকে ডাকার প্রয়োজন বোধ করেনি।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে রাজ্যের ৪০ লক্ষ পাটচাষি পরিবারের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হবে, সাথে সাথে চটশিল্পের সাথে যুক্ত কমপক্ষে আড়াই লক্ষ শ্রমিক পরিবার পথে বসবে। মোদি সরকারের এই সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের নিন্দা করে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসার দাবিতে ৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ২০টি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন।

এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্প চটশিল্প আজ ব্যাপক দুর্দশাগ্রস্ত। একে রক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ভূমিকাও নিন্দনীয়। রাজ্যের উদ্যোগে চাল গম আলু প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে চটের বস্তার বদলে সিন্থেটিক বস্তা ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ইতিমধ্যেই কাজ হারিয়েছে প্রায় ৮০ হাজার চটকল শ্রমিক। যাদের চাকরি এখনও টিকে আছে, প্রতি মুহূর্তের মালিকি শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন তাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অসহনীয় জীবনযন্ত্রণা কখনও কখনও তাদের অসহিষ্ণু করে তুলছে, ঘটে যাচ্ছে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। সম্প্রতি নর্থব্রুক জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষে সিইও হত্যার ঘটনা দেখা গেছে। এই নিন্দাজনক ঘটনার পর, পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে মিল ম্যানেজমেন্টের নিরাপত্তা ও শ্রমিক উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করার জন্য। মালিকরা এজন্য জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনকে দায়ী করছে। বলছে শ্রমিকদের একাংশ ক্রিমিনাল। এই বক্তব্যের ভিত্তিতেই বেড়েছে সরকারি তৎপরতা — ঠাণ্ডা ঘরে ঘন ঘন মিটিং, চটকলের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কমিটি হয়েছে। কিন্তু বঞ্চিত শ্রমিকদের চোখের জল অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। এই বঞ্চনার কারণও তো মালিকি ব্যবস্থা এবং শ্রমিকস্বার্থে যতটুকু আইন আছে, সেই শ্রম আইনগুলিকে মালিকদের কার্যকর করতে বাধ্য না করা।

কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন অশান্ত হয়ে উঠছে চটশিল্পের শ্রমিকরা তা ভালভাবে খতিয়ে না দেখলে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না। একে চটকল শ্রমিকরা বাঁচার মতো মজুরি পায় না, তার উপর কোথাও পাঁচ দিন, কোথাও চার দিন বা তিন দিন কাজ, কোনও মিলে দিনে ৫ ঘণ্টা, ৪ ঘণ্টা কাজ। এভাবে কাজের দিন কমানো, কাজের ঘণ্টা কমানো, কাজের শিফট কাটার অর্থ মজুরি কাটা। এই ভয়াবহ অগ্নিমূল্যের বাজারে মাসে গড়ে ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি ছাঁটাই। নর্থব্রুক জুট মিলে এর উপর আরও কাজের ঘণ্টা কমানোর মালিকি প্রস্তাব অশান্ত করে তুলেছিল শ্রমিকদের। স্বতঃস্ফূর্ত বেপরোয়া বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল তারা। আজ যাদের অশান্ত ক্রিমিনাল উচ্ছৃঙ্খল বলা হচ্ছে, তারাই তো নর্থব্রুক জুটমিলে দীর্ঘ তিন বছর চুক্তি মেনে নিয়েই অর্ধেক মজুরিতে কাজ করেছে। এই শ্রমিকরাই নীরবে মিলের ৩২ বিঘা জমিতে বহুতল আবাসনের রমরমা ব্যবসা করে মালিকের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের সাক্ষী থেকেছে। এই মিলেই প্রায় ২২০০ অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের গ্র্যাচুইটির টাকা মালিকরা প্রায় ৮/১০ বছর যাবত বকেয়া রেখেছে। সরকার কিন্তু এসবের খবর রাখার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না। কিছুদিন আগে টিটাগড় লুমটেক্সের শ্রমিকরা প্রবল বিক্ষোভে ১১ ঘণ্টা রেললাইন অবরোধ করেছিল। অকল্যান্ড জুটমিলের শ্রমিকরা পুলিশের লাঠিতে রক্তাক্ত হল — তবু কোনও বিচার পায়নি তারা। নদীয়া, ওয়েভারলি, গোন্দলপাড়া, ভিক্টোরিয়া, হনুমান-ল্যাডলো-কানোরিয়া, নিউ সেন্ট্রাল, নফরচাঁদ সর্বত্র শ্রমিক বিক্ষোভ আজ ধিকিধিকি জ্বলছে। কারণ একটাই — বঞ্চনা, অতলান্ত বঞ্চনা, যা মালিকদেরই পরিচালিত প্রচারমাধ্যম একেবারেই সামনে আসতে দেয় না।

সাম্প্রতিক এই শ্রমিক অশান্তির জন্য দায়ী বিগত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নির্লজ্জ সিন্থেটিক লবি তোষণের ঘৃণ্য রাজনীতি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট এবং স্ট্যান্ডিং অ্যাডভাইসরি কমিটিকে এড়িয়ে তৎকালীন বস্ত্রমন্ত্রী-কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের নির্দেশে এক প্রশাসনিক সার্কুলার জারি করে। ১৯৮৭-তে প্রণীত জেপিএম আইন-১৯৮৭-কে ব্যাপকহারে শিথিল করে, সিন্থেটিক লবির শিরোমণি আম্বানি গোষ্ঠীর স্বার্থে পলিথিন বস্তার ঢালাও ব্যবহারের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। চটের বস্তা প্রাকৃতিক তন্তুর দ্বারা তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত প্যাকেজিং মেটেরিয়াল। অন্যদিকে সিন্থেটিক বস্তা অস্বাস্থ্যকর এবং দূষণ সৃষ্টিকারী। যেখানে ইউরোপ সহ বহু দেশই খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং-এর ক্ষেত্রে সিন্থেটিক বর্জন করেছে তখন আমাদের দেশে শুধুমাত্র মালিকদের মুনাফার স্বার্থে খাদ্যশস্যে এবং চিনির প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বস্তার লাগামহীন ব্যবহার চালু করে দেওয়া হল। এর পরিণাম হল আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক পরিবার এবং ৪০ লক্ষ পাটচাষি পরিবারের জীবনে চরম বিপর্যয়। সরকারি আমলারা এবং সিন্থেটিক লবির মন্ত্রীরা এখন বলছেন যে জেপিএম আইন-১৯৮৭ ছিল একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তাঁরা আরও বলছেন, কতদিন আর সরকারি অর্ডারের উপর চটশিল্প বেঁচে থাকবে? এখন উৎপাদন বাড়িয়ে, ব্যয় কমিয়ে আধুনিকীকরণ এবং নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে চটশিল্পকে সিন্থেটিকের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। সিন্থেটিক লবির এই চতুর প্রবক্তাদের আমরা প্রশ্ন করতে চাই, যদি চটের বস্তা প্রকৃতিবান্ধব এবং তিন কোটি শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন হয় তাহলে সরকার চটের বস্তা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ দেবে না কেন? কেনই বা এই প্রশ্নে সরকারের মানবিক মুখ থাকবে না? তা ছাড়া, সরকার যেখানে সমস্ত শক্তি নিয়ে আম্বানি সহ সিন্থেটিক লবির পিছনে দাঁড়িয়েছে, সেখানে প্রতিযোগিতার কথা ওঠে কী করে?

জেপিএম আইন-১৯৮৭ শিথিল করার ফলে চটশিল্পে যে সংকট এসেছে মালিকরা সুকৌশলে তার সমস্ত বোঝাটাই শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। মন্দা, অর্ডার নেই এই অজুহাতে মালিকরা আইন ভেঙে মজুরি ছাঁটাই করছে এবং পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই ইত্যাদি খাতে দেয় টাকাও বহু ক্ষেত্রে জমা দিচ্ছে না। চটশিল্পে ইতিমধ্যে ইএসআই, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি খাতে যথাক্রমে ১৫০ কোটি, ২৫০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকা বকেয়া। (তথ্যসূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০১০)। অথচ মালিকরা সরকারের কাছে বস্তা বিক্রি করে ইএসআই, পিএফ, গ্রাচুইটি, বোনাস, পূর্ণ মজুরি সহ সমস্ত কম্পোনেন্টই পেয়ে থাকেন।

শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চিত করার আরও একটি পন্থা চটকল মালিকরা গ্রহণ করেছে। বহু আন্দোলনের পর ১৯৮৪ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী প্রতিটি চটকলে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ পার্মানেন্ট এবং স্পেশাল বদলি শ্রমিক সংখ্যা ২০ শতাংশের মধ্যে রাখার কথা। কিন্তু মালিক এই চুক্তি লংঘন করছে। চটশিল্পে বর্তমানে পার্মানেন্ট শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৮ শতাংশ মাত্র। বাকি ৯২ শতাংশ শ্রমিক হল স্পেশাল বদলি, বদলি, কন্ট্রাক্ট, ভাউচার, বেনামদার, ভাগাদার এবং আউটসোর্সিং শ্রমিক। শ্রমিক নীতির ক্ষেত্রে অন্য কোনও শিল্পের এমন কুৎসিত মুখ নেই। ফলে মালিকরা যখন খুশি তখন শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে পারে, কাজ নাও দিতে পারে এবং শ্রম আইনের অধিকার থেকে শ্রমিকদের অনায়াসে বঞ্চিত করতে পারে। বর্তমানে চালু চটশিল্পে ৫৪টি মিলের মধ্যে বন্ধ কারখানার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক গড় ১১ থেকে ১৭টি কারখানা। যাঁরা ধর্মঘটে শ্রমদিবস নষ্ট হচ্ছে বলে চিৎকার করেন, সাহস থাকলে তারা টিটাগড়, লুমটেক্স, নদীয়া, নিউসেন্ট্রাল, গৌরীপুর, নফরচাঁদ, অকল্যান্ড, ওয়েভারলি, হনুমান, ভিক্টোরিয়া, নর্থব্রুক জুটমিলের শ্রমিকদের মুখোমুখি দাঁড়ান। এছাড়া আরও বহু মিলের মালিকরাই ইচ্ছে মতো কারখানায় তালা লাগিয়ে শ্রমিকদের পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে বন্ধ চটকলের কারণে হতাশায় অনাহারে শ্রমিকের আত্মহত্যার ঘটনা অহরহ ঘটছে। শুধুমাত্র বন্ধ গৌরীপুর জুটমিলেই ৩৭ জন অনাহারী শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে। নর্থব্রুক জুটমিল টানা ৭ বছর বন্ধ ছিল — অসহায় শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের আর্তনাদ, চোখের জল আর আত্মহত্যার হিসাব কেউ লিখে রাখেনি। ক'দিন আগেও বন্ধ নর্থব্রুক জুটমিলের শ্রমিক আমীরচাঁদ গুপ্ত আত্মহননের পথ বেছে নিল।

আজও চটশিল্পের শ্রমিকদের দাবিপত্রের কোনও মীমাংসা হয়েনি। বৈঠক হয় — বৈঠক ভেঙে দেয় মালিকরা। ফলে স্থির হল না চটশিল্পের ন্যূনতম মজুরি। মালিকরা লোকসানের ধুয়ো তোলে, কম উৎপাদনের কথা বলে, অভিযোগ তোলে— শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দেয়। সরকারি পরিসংখ্যান কিন্তু বলছে, চটশিল্পে শ্রমিক সংখ্যা ক্রমাগত কমছে অথচ উৎপাদন বাড়ছে। এই উৎপাদন গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকেনা। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে এবং বিদেশের বাজারে পুরোটাই বিক্রি হয়ে যায়। লাভও থাকে প্রচুর। জুলাই ২০১৪-র হিসাবে টন প্রতি হেসিয়ানে নিট লাভ ১ হাজার টাকা, স্যাকিং-এ নিট লাভ টন প্রতি ৮ হাজার টাকা।

এছাড়াও এখন প্রতিটি জুটমিলেরই বিশাল জমিতে মালিকরা হয় আবাসনের ব্যবসা করছে, নয় গোডাউন তৈরি করে ভাড়া দিচ্ছে, কিংবা ঐ জমিতেই অন্য কারখানা চালাচ্ছে। এভাবেও লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটছে মালিকরা। তবুও অসাধু মালিকরা লোকসানের দোহাই দিচ্ছে, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা আরও বাড়াতে হবে বলে চিৎকার করছে।

যে পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ। তীব্র গরমে বদ্ধ তাপের শেডে ঘামতে ঘামতে শ্রমিকদের জ্ঞান হারানো এবং কখনও কখনও ডিহাইড্রেশনে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। পাটের সূক্ষ্ম ডাস্ট ফাইবারে ব্যাচিং, প্রিপেয়ারিং ডিপার্টমেন্ট যখন প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন ফুসফুস ভর্তি ধুলো টানতে টানতে শ্রমিকরা কাজ করে। স্পিনিং ফ্রেমগুলি যখন মিনিটে ৪২০০০ (আরপিএম) বার ঘোরে তখন তীব্র শীতে ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি, টিবিতে আক্রান্ত হয়েও শ্রমিকদের কাজ চলে। বিপজ্জনক মেশিনে দুর্ঘটনাপ্রবণ জুটমিলে মৃত্যুর হার, অঙ্গহানির হার সবচেয়ে বেশি। কাজের শেষে শ্রমিকরা ফিরে যায় সেই ব্রিটিশ জমানায় তৈরি কুখ্যাত কুলি-লাইনে। যেখানে জানালাহীন আলো-বাতাসহীন ঘরে শ্রমিকদের অমানুষের জীবন যাপন করতে হয়। নেই পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, নেই সভ্য জগতে অবশ্যপ্রয়োজনীয় শৌচাগার এবং জলের ব্যবস্থা। এভাবেই মালিকরা শ্রমিকদের পশুর স্তরে নামিয়ে আনতে চায়, না হলে তাদের দিয়ে পশুর মতো কাজ করানো যায় না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও উভয় সরকারই উদাসীন।

মালিকরা ও তাদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যম বারবারই শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমদিবস নষ্টের জিগির তোলে, অথচ সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, অন্যান্য শিল্পের মতোই চটশিল্পেও লক আউটের ফলে অনেক বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হয়।

চরম এই মালিকি শোষণ এবং আক্রমণে জর্জরিত চটকল শ্রমিকরা কিন্তু এত অন্যায় মাথা পেতে মেনে নেয়নি। প্রতিবাদে বারবার ফেটে পড়েছে বিক্ষোভে। বহু বার অশান্ত হয়ে উঠেছে চটশিল্প। নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে চটকল শ্রমিকরা বহু ঐতিহাসিক ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সৃষ্টি করেছে। বিগত সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে লাঠি-গুলি দিয়ে স্তব্ধ করার চেষ্টা বার বার হয়েছে। বর্তমান সরকারও শ্রমিকদের ধর্মঘট, আন্দোলনের বিরোধিতা করছে। গত ২৬ নভেম্বরের ২০টি ইউনিয়নের ডাকা চটশিল্পের সর্বাত্মক ধর্মঘটকে তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়ন নানা ভাবে ভাঙতে চেয়েছে। আসলে সংসদীয় রাজনীতিতে পুঁজিপতিদের সেবায় নিয়োজিত সমস্ত দলগুলির চেহারা প্রায় একই রকম।

সার্বিক সঠিক নেতৃত্বের অভাবে চটকল শ্রমিকদের লড়াই বিপথগামী হয়েছে বার বার। শ্রমিক আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে, আপসকামী নেতৃত্ব আন্দোলনে জল ঢেলে দিয়েছে, 'কালা চুক্তি' চাপিয়ে দিয়েছে। তবুও অদম্য বঞ্চিত শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে — স্তব্ধ হয়ে গেছে সাটললুম, কনভেয়র বেল্ট, স্পিনিং ফ্রেম, ড্রয়িং মেশিন। পুলিশ, মিল কর্তৃপক্ষের আক্রমণে বার বার রক্তাক্ত হয়েছে চটকল অঙ্গন। গুলিতে প্রাণ গেছে বহু চটকল শ্রমিকের। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, পারার কথাও না। ব্যক্তিহত্যা, ধ্বংসাত্মক কাজ শেষপর্যন্ত মালিক এবং পুলিশ প্রশাসনের স্বৈরাচারী হাতকেই শক্তিশালী করেছে। প্রয়োজন, সংগঠিত, সুশৃঙ্খল, দীর্ঘস্থায়ী এবং সঠিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। শ্রমিকদের চেতনার মান বাড়াতে হবে এবং নেতৃত্বের মধ্যেও যে আপসকামী দালাল শক্তি রয়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বিচ্ছিন্ন করতে হবে সংগ্রামবিমুখ ঐক্যবিরোধী শক্তিকে। মনে রাখতে হবে, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যতই জঙ্গি আন্দোলন হোক না কেন শ্রমিকের যথার্থ মুক্তি আসবে না। তাই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলনকে বিপ্লবী ধারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য শুধু জুট শ্রমিক নয়, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই।

বিদ্যুৎশিল্পে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদ

বিদ্যুৎ শিল্পের সার্বিক বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর পুনরায় সংশোধনীর উদ্যোগের বিরুদ্ধে ৮ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তর মন্তরে বিদ্যুৎ কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারদের জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বানে সংগঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও অল ইন্ডিয়া পাওয়ার মেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিনহা (ছবি)। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এ আই টি ইউ সি নেতা এ বি বর্ধন, সিটুর তপন সেন, ইঞ্জিনিয়ারস ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শৈলেন দুবে সহ অন্যান্য ফেডারেশনের জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

দিল্লিতে যুব অবস্থান-বিক্ষোভ

চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি নিষেধাজ্ঞা, মাদক ও অশ্লীলতার প্রসার, নারী-নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রভৃতি অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে ১০ ডিসেম্বর দিল্লিতে যুব অবস্থান-বিক্ষোভ হয়। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে স্মারকলিপি দেয় এ আই ডি ওয়াই ও-র দিল্লি রাজ্য কমিটি।

জলপাইগুড়িতে ছাত্রী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবরোধ

৮ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথম দিন কলেজেরই ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি তথা টি এম সি পি নেতা শুভজিৎ রায় ও ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ সৌরভ সরকার প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে অন্ধকার জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সাথে অশ্লীল আচরণ করে।

পরের দিন মেয়েটি জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় ঐ দুই টিএমসিপি নেতার বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করে। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে অবিলম্বে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১০ ডিসেম্বর কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং রাস্তা অবরোধ করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষকে ও কোতোয়ালি থানার আই সি-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ছাত্রীটির অভিযোগ, টিএমসিপি কিছু নেতা এফ আই আর তুলে নেওয়ার জন্য তাকে ভীতি প্রদর্শন করছে। ডি এস ও-রাজ্য কমিটির সদস্য ঝরনা রায় বলেন, নিগৃহীতা ছাত্রীটি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তার প্রতি যথার্থ মর্যাদা দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের উচিত অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। ক্রমবর্ধমান ছাত্রী ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৬ ডিসেম্বর দামিনীর মৃত্যুর দ্বিতীয় বছরে জলপাইগুড়িতে বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল হবে বলে ডি এস ও-র পক্ষ থেকে সুনীতা মুর্মু জানিয়েছেন।

ওষুধের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রানাঘাটে সেমিনার

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের রানাঘাট শাখার উদ্যোগে ৭ ডিসেম্বর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১০৮টি ওষুধের দামের বিনিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক, ডায়াবেটিস সমস্যা ও সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, ডাঃ নীলকান্ত সরকার, সোমা সাহা আলোচনায় অংশ নেন। সংগঠনের রানাঘাট শাখার সম্পাদক শীতল দে এবং সভাপতি ডাঃ সত্যজিৎ রায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বর্ধমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি ডি এস ও-র

৯ ডিসেম্বর বর্ধমান শহরের কার্জন গেটে শিক্ষার ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের বিরুদ্ধে, বিরোধী দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উপর শাসকদলের হামলা বন্ধের এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে একটি ছাত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলার প্রতিটি প্রান্ত থেকে ছাত্ররা সভায় উপস্থিত হয়েছিল তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে ধ্বনিত করার জন্য। সভা থেকে কমরেড শঙ্খ কর্মকার, জয়া পাল, মনীষা রুইদাস, সুরজিৎ বালা প্রমুখ প্রতিনিধিবৃন্দ ডি এমের অনুপস্থিতিতে এ ডি এমের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। তিনি দাবি পূরণে আশ্বাস দেন। দাবি আদায় না হলে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা খড়্গপুরে

৬ ডিসেম্বর মানবাধিকার সংগঠন সি পি ডি আর এস-এর উদ্যোগে খড়্গপুরের ইন্দায় অনুষ্ঠিত হল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সভা। সভাপতিত্ব করেন বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী। মূল প্রস্তাবে বলা হয়, নিকৃষ্ট ভোট রাজনীতির স্বার্থে হিন্দু আবেগ উস্কে দিয়ে গদি দখলের মতলবেই বিজেপি ও সংঘ পরিবার ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল। সেই অন্ধকারের শক্তি আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যুক্তি-তর্কহীন মানসিকতার প্রসার ঘটানোর মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করেছে। সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এ বিষয়ে সজাগ এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানানো হয়।

জবকার্ড হোল্ডারদের বিক্ষোভ হলদিবাড়িতে

১০০ দিনের কাজের দাবিতে কোচবিহারের হলদিবাড়ি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে উঠেছে জবকার্ড হোল্ডার মজুর সমিতি। সমিতির নেতৃত্বে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁরা কাজের অধিকার আদায় করেছেন। বহু এলাকায় নতুনভাবে কমিটি গড়ে তুলে মানুষ আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসছে। অনেকে ৫-৬ মাসের বেশি সময় কাজ করেও মজুরি পাননি। এর উপর কেন্দ্রের সরকার ১০০ দিনের কাজ কমিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এরই প্রতিবাদে সমিতির তিন শতাধিক সদস্য সুসজ্জিত মিছিল করে বি ডি ও অফিসে যান এবং দাবিপত্র পেশ করেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেন মানিক বর্মন, নিরঞ্জন সরকার প্রমুখ। বি ডি ও বিক্ষোভকারীদের ৮ দফা দাবি মেনে নিয়ে সমাধানের আশ্বাস দেন।

শহিদ ক্ষুদিরাম জন্মজয়ন্তী

শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও গোয়ালপুকুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রায়গঞ্জের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজয় লোধ, লোকাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড শ্যামল দত্ত। গোয়ালপুকুরের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দেবেন্দ্র প্রসাদ মহন্ত, জেলা কমিটির ইনচার্জ সুজনকৃষ্ণ পাল ও অন্যান্যরা।

কলকাতার সল্টলেকে ৩ ডিসেম্বর ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট সেতার শিল্পী কার্তিক কুমার, বিজ্ঞানী ডঃ সমীর মল্লিক, অধ্যাপক প্রণবেশ জানা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রণব চ্যাটার্জী, সুব্রত রায় বর্মন, সুকুমার বসু রায়, ডাঃ তিমির দাস, বিশিষ্ট শিক্ষক বিবেকানন্দ সেন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, শহিদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষচন্দ্র সহ গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারাকে ছাত্র-যুব সমাজের মন থেকে মুছে দিয়ে তাদের নির্বীর্য করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকরা। একে প্রতিরোধ করতে হবে। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্নেহাশিস দাস।

এ আই ডি ওয়াই ও বেলদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবির উদ্বোধন করেন নারায়ণগড়ের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক বিভূতি দে, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপনেশ দে, সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড চিত্ত পড়্যা এবং জেলা সম্পাদক কমরেড সূর্য পড়্যা। ৪০ জন যুবক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি নারায়ণগড়ে ১ ও ৩নং টাউন এবং গোপীবল্লভপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়।

ঐ দিনই শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর ১২৫ জন্মজয়ন্তী পালন করে বেলদা শহিদ ক্ষুদিরাম বসু আত্মোৎসর্গ উদযাপন কমিটি। শহিদ ক্ষুদিরামের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে ১২৫টি সংস্থার পক্ষ থেকে মাল্যদান এবং ১২৫টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে পরেশ বেরা ও তপনেশ দে সকলকে অভিনন্দন জানান।

সরকারি চিকিৎসকরা আন্দোলনের পথে

১২ ডিসেম্বর সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভায় বকেয়া ডি এ, শূন্যপদে স্থায়ী ডাক্তার নিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় 'প্রশাসনিক সন্ত্রাসবাদ' বিষয়ে একটি প্যানেল ডিসকাশন হয়। অংশগ্রহণ করেন ফোরামের সহ সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত, সিপিডিআরএস-এর অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বিশিষ্ট আইনজীবী কল্লোল বসু প্রমুখ। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, স্বাস্থ্য-প্রশাসন, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসন-এর কর্তা ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে সরকারি চিকিৎসকদের উপর সন্ত্রাস নামিয়ে আনছে। যার ফলে ডাক্তারদের জীবন জেরবার হচ্ছে এবং রোগী পরিষেবা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পরিকাঠামোর বিশাল ঘাটতি না মিটিয়ে এবং হাজার হাজার শূন্য পদ পূরণ না করে সরকার একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণা করছে। তার দায় এসে পড়ছে কর্মরত ডাক্তারদের উপর। এর বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সভায় রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মোট ১১২ জন চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী।

নার্সিং ছাত্রীর মৃত্যু প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ সহ কলকাতার অন্যান্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বি এস সি নার্সিং পাঠরতা প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রী তাদের সহপাঠিনী দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী নাজিরা আল ফিরদৌস-এর আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিবাদে ১২ ডিসেম্বর মিছিলে পা মেলাল। এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন নার্সিং কলেজের ছাত্রীরা। নার্সেস ইউনিটির সহ-সম্পাদিকা ভাস্বতী মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদিকা পার্বতী পালের নেতৃত্বে তাঁরা রাজ্যপালের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁরা নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। অনুশাসনের নামে অমানবিক নির্যাতন বন্ধ করার দাবিও জানান।

বিজেপি ক্ষমতায় আসায় শোষণের তীব্রতা বেড়েছে

দিল্লির বিক্ষোভ সভায় কমরেড সত্যবান

৫ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তর মন্তরে ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে হাজার হাজার শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান এই বিক্ষোভ সভায় বলেন, একটার পর একটা সরকারের পরিবর্তন হয়, কিন্তু তাদের নীতির কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এই কথাটা আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। পুঁজিপতি শ্রেণি, ধনকুবেররা তাদের পছন্দের দল এবং নেতাকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য নির্বাচনে বিপুল টাকা খরচ করে ভোটে জেতায়। স্বাভাবিকভাবেই ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা দলগুলি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের তোয়াক্কা করে না।

কংগ্রেস সরকারের আমলে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার হরণ করার জন্য বিশ্বায়ন, উদারিকরণ, বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এটা কেবলমাত্র একটা দলের নীতি নয়। এটা যদি শুধু কংগ্রেস দলের নীতি হত তা হলে বর্তমান বিজেপি সরকার এবং অন্য দলগুলি সরকারে বসলে একই নীতি কার্যকর করছে কেন? এই নীতি আসলে বুর্জোয়া শ্রেণি, কর্পোরেট হাউস এবং ভারতীয় একচেটিয়া মালিক ও বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বোঝাপড়ার ভিত্তিতে তাদের স্বার্থে গৃহীত। এই নীতি সাধারণ মানুষের স্বার্থে গৃহীত নীতি নয়।

কমরেড সত্যবান বলেন, সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম লাগাতার চলবেই। শুধু চলবে তাই নয়, এই সংগ্রাম উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে হবে। আমরা কংগ্রেসের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়েছি। এখন বিজেপির এই নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। আমরা সখ করে এই লড়াই করছি না। আমাদের গলায় ছুরি ধরা হয়েছে, আমাদের রক্ত শোষণ করা হচ্ছে। তাই আমরা লড়াইতে নেমেছি। আমাদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। আমরা অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ছি। বর্তমান বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে রক্ত শোষণের প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করেছে। তাই আমাদের লড়াইও আরও জোরদার এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে করতে হবে। এ জন্যই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।

পূর্ব মেদিনীপুরে চিটফান্ড আমানতকারী ও এজেন্টদের অবস্থান

১১ ডিসেম্বর শতাধিক চিটফান্ড আমানতকারী ও এজেন্টরা অল বেঙ্গল চিটফান্ড অ্যান্ড এজেন্ট ফোরাম, পূর্ব মেদিনীপুর শাখার নেতৃত্বে তমলুক হাসপাতাল মোড়ে গণঅবস্থান করে দাবি জানায়, আমানতকারীদের

সুদসহ টাকা ফেরত দিতে হবে, সমস্ত চিটফান্ড বেআইনি ঘোষণা করে বন্ধ করতে হবে, চিটফান্ডের সঙ্গে যুক্ত নেতা মন্ত্রী আমলাসহ অপরাধীদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, এজেন্টদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে হবে, হতাশায় আত্মহত্যাকারীদের পরিবারগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁপুই, রাজ্য সংগঠনের উপদেষ্টা রূপম চৌধুরী, জেলা কনভেনর প্রদীপ দাস, গোপাল সিং। ডি এম এবং এস পি'র কাছে ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন রাসবিহারী পাল, ঝরনা মাইতি, সুজয় ঘাটা, অশোকতরু প্রধান, অসীম গিরি গোস্বামী, প্রণব মাইতি।

জেলায় জেলায় কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলন

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কৃষক ও খেতমজুর জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কৃষক মারা নীতির প্রতিবাদে ১০-১৬ ডিসেম্বর

হাবড়ায় রাস্তায় ধানের বস্তা ফেলে অবরোধ কৃষকদের

প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া, নদীয়ার দেবগ্রাম, পুরুলিয়ার হুড়া, বাঁকুড়ার খাতড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। চাষিরা রাস্তায় ধানের বস্তা দিয়ে অবরোধ করে ও পাট পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। কোথাও কোথাও কর্পোরেট বন্ধু ও কৃষক-মজুরের শত্রু প্রধানমন্ত্রী মোদির কুশপুতুল পোড়ানো হয়। ১০ ডিসেম্বর বর্ধমান ডি এম অফিসের সামনে কার্জন গেটে চাষিদের অবস্থান বিক্ষোভ হয়। কেন্দ্রের বি জে পি এবং রাজ্যে তৃণমূল সরকারের কৃষি বিপণন বিল, কৃষিতে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ সহ নানা জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দনা গোস্বামী। পরে রাস্তা অবরোধ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল পোড়ানো হয়। এর আগে ৫ ডিসেম্বর ধানের সহায়ক মূল্য সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে লাউদোহা থেকে বি ডি ও-র নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি আইন তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় চক্রান্ত, চটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে পাটচাষি ও জুটমিলের শ্রমিকদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র, কৃষিবিপণনে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য রচিত কৃষি বিপণন বিলের বিরুদ্ধে এবং ১০০ দিনের কাজের বকেয়া আদায়, ধানের ন্যায্য দাম, সস্তাদরে সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল-বিদ্যুৎ কৃষককে সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে লক্ষ লক্ষ কৃষক মজুরের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র নিয়ে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হাজার হাজার কৃষক-মজুরের রাজভবন অভিযান সংঘটিত হবে।

আসামে বামপন্থী দলগুলির সমাবেশ ও মিছিল

কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সারা দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে আসাম রাজ্যের ৫টি বামপন্থী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), সিপিআই(এম), সিপিআই-এম এল (লিবারেশন) এবং ফরোয়ার্ড ব্লক-এর আহ্বানে ১০ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে রাজ্যভিত্তিক এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে অন্যান্য বামপন্থী দলের বক্তাদের মধ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন দলের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড

সুরতজামান মণ্ডল। পরে সমাবেশস্থল থেকে সহস্রাধিক জনতার এক মিছিল গুয়াহাটি মহানগর উপায়ুক্তের কার্যালয় পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। সুসজ্জিত বিশাল মিছিলটি গণতন্ত্রপ্রিয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জনতাকে আকর্ষণ করে এবং সারা দেশের সাথে আসাম রাজ্যেও ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন তীব্রতর করে গড়ে তুলতে এই প্রতিবাদী সমাবেশ ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে।

বিহারে ছয় বামদলের নেতৃত্বে ধরনা

১০০ দিনের কাজ প্রকল্প কাট-ছাঁট বন্ধ করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বিমায় এফ ডি আই বন্ধ, কালো টাকা উদ্ধার, নারী নির্যাতন বন্ধ করা, দলিতদের উপর অত্যাচার বন্ধ করা, সমস্ত গরিবদের নিয়মিত রেশন দেওয়া ইত্যাদি দাবিতে ছয় বাম দল ৯ ডিসেম্বর মুজফফরপুরে এক মহাধরনার আয়োজন করে। এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই (এম এল), সিপিআই, সিপিআই(এম), অখিল হিন্দ ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী এই আন্দোলন পরিচালনা করে। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের হাতে ১২ দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকলিপি পেশ করে।

মুজফফরপুরে ধরনা। ৯ ডিসেম্বর

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুক্ত বামপন্থী সমাবেশ

তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে সমাবেশে ৯ ডিসেম্বর কমরেড এ অনাভরতন এবং কমরেড এম জে ভলতেয়ার বক্তব্য রাখেন

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ৫ ডিসেম্বরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড বি এস অমরনাথ

ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় বিক্ষোভ

গত ৭ ডিসেম্বর দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সুদেব দাস। তাঁর হত্যার প্রতিবাদে এলাকার মানুষ আন্দোলনে নেমেছেন। ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও ৯ ডিসেম্বর চুঁচুড়ায় মিছিল করে।

মোদির গুজরাট কীসের মডেল

'স্বচ্ছ' ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এত প্রচার করছেন, কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিজেপির শাসনে থাকা রাজ্য গুজরাটের অবস্থা কতটা স্বচ্ছ? কিছুদিন আগেও মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। লোকসভায় জিতেছেন সে রাজ্যের ভদোদরা কেন্দ্র থেকে। কেমন আছেন সে রাজ্যের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুব-সাধারণ মানুষ? স্বচ্ছ ভারত অভিযান করতে বিজেপি সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছে? খবরে প্রকাশ, মাত্র এক লক্ষ তিরিশ হাজার কোটি টাকা! প্রতিটি পঞ্চায়েতে বছরে ২০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা। নিশ্চয় সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নয়, জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকেই স্বচ্ছ ভারত গড়তে নেমে পড়েছেন তাঁরা।

'স্বচ্ছতা' মানে কী? ঝাড়ু হাতে নেমে পড়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে হাসি হাসি মুখে ছবি তোলা? এমন খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, পুরকর্মীরা জঞ্জাল জড়ো করে রেখেছে নেতা-মন্ত্রীদের ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য। ঝাড়ু হাতে তাঁদের ফটো তোলা হয়ে গেলেই আবার পুরকর্মীরাই সেগুলি যথাস্থানে ফেলে এসেছেন। সংবাদমাধ্যমের টিআরপি বাড়ানো আর নিজেদের 'স্বচ্ছ' প্রতিপন্ন করার জন্য বিজেপি নেতাদের এই ছলনা এখন অনেকটাই প্রকাশ্যে এসে গেছে। তাঁরা প্রচার করছেন, বহু বিশিষ্ট মানুষ তাদের সঙ্গে এই অভিযানে সামিল হয়েছেন। বিশিষ্টরা বলতে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি, নেতা ও অভিনেতা শশী থারুর, অমিতাভ বচ্চন, ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকর সহ অন্যান্যরা। যে সংবাদমাধ্যম স্বচ্ছ ভারতের এত খবর ছাপছে, তারা কিন্তু প্রকাশ করছে না— বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই এই অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন, যে দেশের মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্যের ন্যূনতম অধিকার নেই, সেখানে এই 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযান এবং তার প্রচারের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করার দরকার ছিল কি? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, অন্ধতা-ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা-কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে যাদের রাজনীতি, অন্ধকারের দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে যে বিজেপি, তারা দেশে স্বচ্ছতা আনতে পারে কি? তারা কি দেখাতে পারে আলোর পথ? বিজেপি শাসিত গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় রাজ্যগুলির বেহাল দশা এই প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে।

শিক্ষা ও সাক্ষরতার মান তলানিতে

২০০১ সালে মোদি বলেছিলেন, তাঁর স্বপ্ন ২০১০ সালের মধ্যে গুজরাটকে '১০০ শতাংশ' সাক্ষর রাজ্য করে তোলা। নিজস্ব ওয়েবসাইটেও তিনি লিখেছেন, এমন এক গুজরাটের স্বপ্ন তিনি দেখেন যেখানে ১০০ শতাংশ শিশু স্কুলে ভর্তি হবে এবং স্কুলছুটের সংখ্যা হবে শূন্য। তাঁর স্বপ্নের সাথে বাস্তবের আসমান-জমিন ফারাক। অন্য কোনও রিপোর্ট নয়, খোদ ২০১১-র জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত অর্থাৎ মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বের জমানায় গুজরাট সাক্ষরতায় ১৭তম স্থান থেকে নেমে ২১তম স্থানে পৌঁছেছে।

রাজ্যের 'বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা' দপ্তরের অধীন 'ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন' প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গুজরাটে প্রাথমিক স্তরে মোট ভর্তির অনুপাত এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে এই অনুপাত জাতীয় গড়ের অনেক কম। সর্বভারতীয় তালিকায় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ২২তম।

আপার প্রাইমারি স্তরের অবস্থাও খারাপ। এই স্তরে মোট ভর্তির অনুপাত অর্থাৎ ১২-১৪ বছর বয়সী বালক-বালিকাদের ৬৯ শতাংশ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। কিন্তু এর জাতীয় হার ৮১ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় তালিকায় গুজরাটের স্থান রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ৩২তম, শেষের দিক থেকে চতুর্থ।

শিল্প বন্ধ, শ্রমিকদের অবস্থাও ভয়াবহ

নরেন্দ্র মোদি দাবি করেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নাকি প্রচুর কর্মসংস্থান করেছেন। কিন্তু তাঁর সরকারেরই অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান আধিকারিকের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার রিপোর্ট কিন্তু বিপরীত। এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ও কর্মরত মানুষের অনুপাত জাতীয় গড় অনুপাতের সমান। বিপুল কর্মসংস্থান হলে তো কর্মরত মানুষের সংখ্যা বাড়ত, অনুপাতের হারেও পরিবর্তন হত।

দিল্লির জে এন ইউ-এর আঞ্চলিক উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের ডঃ অতুল সুদ তাঁর লেখা 'সমৃদ্ধির মধ্যে দারিদ্র' বইতে দেখিয়েছেন, ক্রমবর্ধমান মুনাফা এবং পণ্য প্রস্তুত ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিনিয়োগ সত্ত্বেও গুজরাটে মোট কর্মসংস্থান বাড়ছে না। গুজরাটে পণ্য-উৎপাদনকারী শিল্পগুলি পুঁজিনিবিড় হওয়ার ফলে সেগুলির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, যা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। কারখানাগুলিতে কর্মসংস্থান খুবই কম। ভারতে পণ্য উৎপাদন শিল্পে মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে গুজরাটের অংশ গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যদিও মোট মূল্য উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে, বেতন বৃদ্ধির হার খুবই কম। ২০০০-এর দশকে সারা ভারতে বেতন বেড়েছে ৩.৮ শতাংশ, গুজরাটে বেড়েছে মাত্র ১.৫ শতাংশ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে— ২০০১ থেকে ২০০৮ সালে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি হয়েছে। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর তুলনায় তাদের কম বেতনে বেশি উৎপাদন করতে হয়।

সুরাটকে হীরক নগরী বলা হয়। সেখানে ৮ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক হিরে কাটা ও পালিশের কাজে নিযুক্ত। তাদের বেশিরভাগকেই কাজ করতে হয় দৈনিক মজুরিতে। কাজ করলে পয়সা, না হলে নয়। এদের কোনও চিকিৎসা ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ক্যাজুয়াল লিভ নেই। সম্পূর্ণ নিয়মকানুন বহির্ভূতভাবে পরিচালিত নিম্নমানের এক-একটি কারখানায় ৫০ থেকে ২০০ শ্রমিককে উদয়াস্ত ঘাম ঝরিয়ে অত্যন্ত কম মজুরিতে খাটতে হয়। গুজরাটে প্রায় ১০ হাজার হিরে কাটার কারখানা আছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৬০০টি কারখানা-আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত। বাকিগুলির নেই। কারণ, তাহলে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার কোনও দায়ভার আর মালিকদের বহন করতে হবে না এবং কারখানার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক স্বার্থযুক্ত কোনও রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে না। যে বিজেপি মালিক-তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে শ্রমিকদের অধিকারকে দু'পায়ে দলে-পিষে ধ্বংস করছে, তারা গরিব মানুষের জন্য কি গড়তে পারে 'স্বচ্ছ ভারত' কিংবা 'স্বচ্ছ গুজরাট'?

বর্জ্য পদার্থের নিকাশের বেহাল অবস্থা

এত 'স্বচ্ছ' 'স্বচ্ছ' প্রচার, অথচ গুজরাটে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেই টাকা নয়ছয় হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের টাকা অপরিকল্পিত খাতে খরচ হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমার পর সরকারের অনুমতি না নিয়েই ৬১.৩৫ কোটি টাকা খরচ ও ভুয়ো সার্টিফিকেট পেশ হয়েছে, ডাস্টবিন কেনার জন্য বরাদ্দ ২.৪১ কোটি টাকা কেন্দ্রের তহবিলে ফেরত গিয়েছে, আইন অনুযায়ী মনুষ্যশ্রম দ্বারা মল পরিষ্কার নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও গুজরাটে তা চালু রয়েছে। ২০০৮-১৩ সময়সীমায় সাফাই প্রচার তহবিলের মাত্র ৪৩-৬০ শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে, শৌচালয় নির্মাণ থেকে সাবান— সবটাই জোগান দেওয়ার কথা 'রুরাল স্যানিটারি মার্ট'-এর। অধিকাংশ জেলাতেই তা কার্যকর হয়নি। গ্রামে যত শৌচালয় নির্মাণ হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যা দেখিয়ে ভুল রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, রাজ্যে ৫২ লক্ষ বাড়িতে কোনও শৌচাগার নেই। ৬৪ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের সুবিধা ভোগ করতে পারে না। ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, গুজরাটের ১৫৯টি পুরসভার মধ্যে ১২৩টিতে বর্জ্য দিয়ে জমি ভরাটের ব্যবস্থা নেই, বাধ্য হয়ে খোলা জায়গায় বর্জ্য ফেলতে বাধ্য হন নাগরিকরা। গুজরাটের প্রায় পাঁচ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচালয় নেই। 'স্বচ্ছ' গুজরাটের নমুনা বটে!

(তথ্যসূত্র- এই সময়)

১২ বছরে গরিবের সংখ্যা এক লাফে বেড়েছে ৩৯.০৬ শতাংশ

রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে গুজরাটের গ্রামে গরিব পরিবারের সংখ্যা কম করেও বেড়েছে ৩০ শতাংশ। ২০০০ সালের এপ্রিলের তথ্য অনুযায়ী, গ্রামে ২৩.২৯ লাখ মানুষ বিপিএল তালিকাভুক্ত ছিলেন। ২০১২ সালের ২৬ জুন রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন কমিশনার অফিস কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিপিএল ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ৩০.৪৯ লক্ষ বেড়েছে। ৭৮.০৬ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা করে জানা গেছে, গ্রামে গরিব পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯.০৬ শতাংশ। গুজরাটে মোট বিপিএল পরিবার আছে ৩৯.৬৭ লক্ষ। শহরে আছে ৯.১৭ লাখের কিছু বেশি। (তথ্যসূত্র- ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

এই হল গুজরাটের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনে স্বচ্ছতার নমুনা!

স্বাস্থ্যের বেহাল দশা

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক সন্দীপ শর্মা দেখিয়েছেন যে, গুজরাটে রাজ্যের মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের অংশ ১৯৯৯-২০১০ এর সময়কালে জাতীয় গড়ের চেয়ে কম এবং তুলনামূলক আর্থিক বৃদ্ধির হিসেবে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক নিচে।

শ্রীশর্মা দেখিয়েছেন যে, ১৯৯০-১৯৯৫ সালে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ছিল রাজ্যের মোট ব্যয়ের ৪.২৫ শতাংশ। ২০০৫-২০১০ সময়ের মধ্যে এই ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে মোট ব্যয়ের মাত্র ০.৭৭ শতাংশ। ঐ সময়কালে রাজ্য বাজেটে মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের অংশের বিচারে সারা দেশে গুজরাটের স্থান শেষের দিক থেকে চতুর্থ।

বেকারদের জীবনে আশার আলো নেই

বিপুল কর্মসংস্থানের কথা বলে মোদি গুজরাটের তখত দখল করেছিলেন। সেই গুজরাটে কর্মসংস্থানের হার শূন্য বা তারও নিচে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৬০ হাজার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ১২ লক্ষ।

মহিলা-নির্যাতন বেড়েছে

গুজরাটে ধর্ষণ এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ছ' মাসে মহিলাদের উপর অপরাধের ঘটনা ১৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে।

রেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ

রেশন ব্যবস্থায় যে পাঁচটি রাজ্য সব থেকে খারাপ কাজ করেছে, তার মধ্যে গুজরাট একটি। গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহীত মাথাপিছু খাদ্যশস্য গ্রহণের মাত্রা খুবই কম এবং এই মাত্রা ক্রমশ কমছে। এ ছাড়াও গণবন্টনের জন্য সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ঘুরপথে বেরিয়ে গিয়ে খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। দিল্লি আই আই টি-র অর্থনীতিবিদ ঋতিকা খেরা 'ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশনের' তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলি তুলে ধরেছেন।

বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার শিশু শ্রমিকরা

দেশের মধ্যে গুজরাট তুলাবীজ চাষে অন্যতম প্রধান রাজ্য। রাজ্যের ২৫ হাজার একর তুলা বীজ খামারের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ কৃষি-শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়। একটি সংস্থার সমীক্ষা থেকে জানা যায়, খামারে কাজ করা কৃষি-শ্রমিকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ১৪ বছরের কমবয়সী, ৪২ শতাংশের বয়স ১৫-১৮ বছরের মধ্যে। এই শ্রমিকদের অর্ধেকের কাছাকাছি মহিলা। তুলা উৎপাদনে শিশুদেরও নিয়োগ করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ শিশুকে রাজস্থানের দক্ষিণ অংশের উপজাতি অধ্যুষিত দরিদ্র এলাকা থেকে রাতের অন্ধকারে দালালের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয় তুলাবীজ বপনের কাজে। শিশু শ্রমিকদের জন্য তৈরি সরকারের বহুচর্চিত 'ইন্টার স্টেট মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কমেন অ্যাক্ট', 'মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট' এবং 'চাইল্ড লেবার (প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট', 'বন্ড লেবার (অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট' পদদলিত হচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে।

দমবন্ধ করা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহুক্ষণ ধরে এই শিশুদের অত্যন্ত কম বেতনে কাজ করানো হয়। নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। শিশু শ্রমিকদের উপর চলে যৌন নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এদের রাখা হয় খোলা তাঁবুতে বা অপরিচ্ছন্ন ঘরে ঠাসাঠাসি অবস্থায়। এখানে প্রতি বছর শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটে, এর মধ্যে কিছু জন সাপের কামড়ে এবং কীটনাশকের বিষে মারা যায়। বহু কিশোরী ও মহিলা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন, অনেকে খুন হয়ে যান। 'ইন্ডিয়া টুগেদার'-এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে এই সব ভয়ঙ্কর তথ্য। তাহলে মোদি গুজরাটকে কেমন 'স্বচ্ছ' করেছেন?

'গুজরাট মডেল' যে কতটা লোকদেখানো তা গুজরাটেরই বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মল্লিকা সারাভাইয়ের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি সম্প্রতি কলকাতায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'উন্নয়নের অর্থ যদি মনে করেন রাস্তা চওড়া করা, শপিং মল আর ফ্লাইওভার বানানো, তাহলে নিশ্চিতভাবেই গুজরাট মডেল আছে। আর যদি ভাবেন, উন্নয়ন মানে জনগণের কল্যাণ তাহলে গুজরাট মডেল বলে কিছু নেই। কিন্তু এর নিট ফল হল —দারিদ্র, ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাওয়া, অনাহারে মৃত্যু।' সেই গুজরাট মডেলকে সামনে রেখে ভারতকে স্বচ্ছ করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল বিজেপি। বাস্তবে গরিব মানুষের কোনও উন্নয়ন না হলেও উন্নয়ন হচ্ছে আম্বানি, আদানি প্রভৃতি শিল্পপতিদের। তাদের কোম্পানির শেয়ারের দাম চড়চড় করে উঠছে। সাথে সাথে ভরে উঠছে বিজেপির টাকার থলি। এই 'উন্নয়ন'-এর সাথে আমজনতার সম্পর্ক কোথায়? উন্নয়নের নামে এ আসলে আমজনতার সাথে প্রতারণা।

আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ হত্যা

গণতন্ত্রের জয়ধ্বনির আড়ালে বর্ণবিদ্বেষের ঘৃণ্য বাস্তবতা

কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর পুলিশি বর্বরতার অবসান চেয়ে ১৩ ডিসেম্বর পথে নামেন হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোস্টন, বার্কলে সহ গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ দিন বিক্ষোভের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গত আগস্ট থেকেই বার বার বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে আমেরিকায়। ৯ আগস্ট মিসৌরি প্রদেশের ফার্গুসনে নিছক সন্দেহের বশে মার্কিন পুলিশ কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর মাইকেল ব্রাউনকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এর বিরুদ্ধে গোটা আমেরিকা জুড়ে ফুঁসে ওঠে মানুষ, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার ড্যারেন উইলসনের বিচার শুরু হওয়ার পর জনরোষ কিছুটা স্তিমিত হয়। তিন মাস বাদে নভেম্বরে মিসৌরি কোর্ট উইলসনকে বেকসুর খালাস করে দেয়। আবার জ্বলে ওঠে বিক্ষোভের আগুন। এরই মধ্যে আমেরিকার গ্র্যান্ড জুরি ঘোষণা করেছে, নিহত আরও এক কৃষ্ণাঙ্গ এরিক গার্নারের হত্যাকারী পুলিশদের কারও বিরুদ্ধে কোনও কেস আনা হবে না। নিউইয়র্কের স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে গত জুলাইয়ে চোর সন্দেহে গার্নারকে পুলিশ গলা টিপে শ্বাস রোধ করে মারে, বহু মানুষই সেই হত্যার ভিডিও ছবি দেখেছে। এতে যেন ঘি পড়ে ক্রোধের আগুনে। মার্কিন জনতার ক্রোধ আছড়ে পড়ে মার্কিন পুলিশ, প্রশাসন, গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা সহ সমাজজীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। সেই আগুন এখনও লেলিহান শিখায় জ্বলছে। পথে নামছে হাজার হাজার মানুষ। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শহরে শহরে বিক্ষোভ মিছিল চলছে। চলছে অবস্থান, রাস্তা অবরোধ। পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস বা জলকামান বাধা দিতে পারছে না উত্তাল এই জনস্রোতকে। এই আন্দোলনে কৃষ্ণাঙ্গদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামিল হয়েছে আফ্রো-মার্কিন জনতা, অশ্বেতাঙ্গ অসংখ্য মানুষ, এমনকী মেহনত করে পেটের জোগাড় করা বহু মার্কিন শ্বেতাঙ্গও।

স্রেফ সন্দেহের বশে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মৃত্যু, আমেরিকায় নিত্যদিনের ঘটনা। মাইকেল ব্রাউনের হত্যা নিয়ে গোটা আমেরিকা যখন উত্তপ্ত, তারই মধ্যে মার্কিন পুলিশের গুলিতে খুন হয়েছেন আরও একজন কালো মানুষ — অ্যারিজোনা অঞ্চলের ৩৪ বছরের রুমেন ব্রিসবন। পুলিশ সব সময়ই আত্মরক্ষার অজুহাত দেখায়, যেমন দেখিয়েছে ব্রিসবনের ক্ষেত্রে। তদন্তে কিন্তু দেখা গেছে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই নিরস্ত্র ব্রিসবনকে গুলি করে পুলিশ। এক্ষেত্রেও মার্কিন পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ, যেমন উঠেছে মাইকেল ব্রাউনের ক্ষেত্রে। গত সাত বছরের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকায় গড়ে প্রতি সপ্তাহে দু'জন কালো মানুষ শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে মারা যায়। ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হত্যাকারী পুলিশ নির্দোষ হিসাবে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে।

পুলিশের বয়ান অনুযায়ী, ৯ আগস্ট ১৮ বছরের মাইকেল ব্রাউন কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকা ফার্গুসনের একটি দোকান থেকে এক বাক্স চুরুট চুরি করে পালাচ্ছিল। দোকানদার পুলিশকে খবর দেওয়ার পর পুলিশ অফিসার ড্যারেন উইলসন নির্দেশ পান তাকে ধরার। পরে ফাঁস হয়, ওই দোকান থেকে কেউ পুলিশ দপ্তরে চুরির অভিযোগ করেনি। উইলসন অন্য একটি কাজে ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন। মাইকেল ব্রাউন ও তার সঙ্গী সেই সময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। উইলসনের বক্তব্য, তিনি তাদের থামতে বলেছিলেন। কিন্তু না থেমে ব্রাউন তেড়ে আসে ও তাঁকে ঘুষি মারে। ফলে তিনি গুলি চালাতে বাধ্য হন 'আত্মরক্ষার্থে'। মারা যায় ব্রাউন। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, উইলসন যখন গুলি চালান, ব্রাউন তখন অনেকটা দূরে ছিল।

ফার্গুসনের ঘটনার পর থেকে বিক্ষোভের যে উত্তাল ঢেউ আমেরিকার রাজ্যগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে স্লোগান উঠছে 'ট্রিগার হ্যাপি' মার্কিন পুলিশের বর্বরতার বিরুদ্ধে ও মাইকেল ব্রাউনের হত্যাকারী পুলিশ অফিসার ড্যারেন উইলসনের শাস্তির দাবিতে। কিন্তু এটাই সব নয়। আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ আসলে পুলিশ-প্রশাসন সহ গোটা মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সমাজে গেড়ে বসে থাকা কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষ এবং সাদা ও কালো মানুষের মধ্যেকার চূড়ান্ত আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এ হল মার্কিন সমাজে প্রায় ব্রাত্য দরিদ্র অবমানিত খেটে-খাওয়া কালো মানুষদের শ্রেণিঘৃণারই প্রকাশ। বিক্ষোভের তীব্রতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব এ কথাই বলছে। মানুষে মানুষে এই বিদ্বেষ ও বৈষম্য চলমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য।

সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। সেই কত দিন আগে, ১৯৬৩ সালে আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'-এ কালো মানুষদের ওপর অবর্ণনীয় পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান রেখেছিলেন। পরের বছর ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যবিরোধী আইনও পাশ হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর পার হয়ে গেছে দীর্ঘ ৫০ বছর। আজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা ট্রেনে-বাসে, হোটেল-মোটেলে খাতায় কলমে সাদা-কালোয় বিভাজন নেই ঠিকই, কিন্তু আমেরিকার পুলিশ প্রশাসন সহ রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে বর্ণবিদ্বেষের বিষ। সেই বিষের ফেনাই উথলে ওঠে নিছক সন্দেহের বশে মার্কিন পুলিশের একের পর কালো মানুষ হত্যা এবং বিচারে খুনি পুলিশের বেকসুর খালাস পাওয়ার ঘটনায়। শুধু পুলিশি নৃশংসতাতেই নয়, মার্কিন সমাজ জুড়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সে দেশে ১০ লক্ষ কালো মানুষ জেলবন্দি, যাদের অধিকাংশেরই বিচার হয়নি। আমেরিকার গোটা কৃষ্ণাঙ্গ সমাজই চূড়ান্ত দারিদ্র, অশিক্ষা ও বেকারির সমস্যায় দীর্ণ। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য আকাশছোঁয়া। সরকারি নিপীড়নে জীবন জর্জরিত মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের। যে আমেরিকার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন সহ আরও নানা খ্যাতনামা শহর আধুনিকতা ও বৈভবের উজ্জ্বলতায় গোটা পৃথিবীর মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সেই আমেরিকার নাগরিকদের একটি বড় অংশ যে ডুবে আছে এত গভীর আঁধারে, বাইরে থেকে তা কল্পনাও করা যায় না। এর বিরুদ্ধে নোয়াম চমস্কির মতো মানবাধিকার আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতাও সোচ্চার হয়েছেন। বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কলঙ্কিত অধ্যায় শুরু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ নেটিভ রেড ইন্ডিয়ানকে নির্বংশ করে দিয়ে, তারই পরের অধ্যায় কালো মানুষদের ওপর দুশো বছরের চরম নির্যাতন।

বস্তুত একটি রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়েই উঠেছে বর্ণবিদ্বেষী চরিত্র নিয়ে। কুখ্যাত দাস প্রথা চালু ছিল আমেরিকায়। আফ্রিকার কালো মানুষদের দাস হিসাবে কেনাবেচা চলত এখানে। শ্বেতাঙ্গ দাস-মালিকদের মর্জির ওপর নির্ভর করত কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের জীবন-মরণ। মার্কিন সংবিধানে আফ্রো-মার্কিন দাসদের পূর্ণ মানুষের মর্যাদা ছিল না। তাদের গণ্য করা হত একজন শ্বেতাঙ্গের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে। দাসদের আইনগত বা অন্যান্য কোনও অধিকারের অস্তিত্ব ছিল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অনেক লড়াইয়ের পর, অসংখ্য কালো মানুষের রক্তের বিনিময়ে দাস প্রথার অবসান ঘটেছে আমেরিকায়। কিন্তু বিশ্বের এক নম্বর মহাশক্তিধর রাষ্ট্র আজকের পুঁজিবাদী আমেরিকা এখনও সেই ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সেদেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে জিইয়ে রেখেছে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার এই মানসিকতাকে। মেহনতি মানুষের রক্ত নিংড়ে মুনাফা লোটাই যার ধর্ম, সেই চূড়ান্ত শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোটা বিশ্ব জুড়ে আজ যায় যায় অবস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যতিক্রম নয়। চরম সংকটগ্রস্ত এই ব্যবস্থা নিজেকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় আরও বেশি করে টুঁটি টিপে ধরছে সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের। বাড়ছে ছাঁটাই, বেকারি, দারিদ্র। অসহনীয় জীবনযন্ত্রণা বার বার লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে আসছে জনসাধারণকে। এই লড়াই যাতে সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত বিপ্লবের রূপ নিতে না পারে, সে জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করার, একতায় ফাটল ধরানোর হাজারো কৌশল চালায় শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি। বর্ণবিদ্বেষের প্রসার ঘটানো এই কাজে তাদের একটা কার্যকরী হাতিয়ার। তাই নানা কৌশলে কালো মানুষদের সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হচ্ছে, টিকিয়ে রাখা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সমাজমননে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ-ঘৃণা। তারই প্রকাশ ঘটছে পুলিশি বর্বরতায়। যেমন ঘটেছে ফার্গুসনের কিশোর হত্যার ঘটনায়। প্রতিক্রিয়ায় অবিরত অপমান নির্যাতন নিষ্ঠুরতার শিকার আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে জমে উঠছে ভয়ঙ্কর ক্ষোভের বারুদ।

আশার কথা, আমেরিকার মানুষ বিনা প্রতিবাদে এই অন্যায় মেনে নেয়নি। ফার্গুসনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের বুকে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদের বিস্ফোরণ ঘটেছে দেশজোড়া এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। শুধু মার্কিন কালোরাই নন, বহু আফ্রো-মার্কিন মানুষ সহ অশ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ সামিল হয়েছেন এই আন্দোলনে। এগিয়ে এসেছেন বর্ণবিদ্বেষবিরোধী শ্বেতাঙ্গরাও। যোগ দিয়েছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। ৪০টি রাজ্যের ১৭০টিরও বেশি শহরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে মানুষ। স্কুল-কলেজ, থানা, আদালত, সরকারি ভবনের সামনে অবস্থান করেছে। রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। স্লোগান উঠেছে — 'পুলিশি বর্বরতা বন্ধ করতে হবে, আমরা এর শেষ দেখতে চাই'। কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। মানুষে মানুষে এই কুৎসিত বৈষম্য চিরতরে দূর করতে হলে দূর করতে হবে বিভেদ সৃষ্টিকারী বৈষম্যমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। জনগণের দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা সমস্ত আন্দোলনগুলিকে সঠিক নেতৃত্বের অধীনে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইয়ের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে।

নিস্তারিনী কলেজে বাসস্টপের দাবি আদায়

পুরুলিয়ার নিস্তারিণী কলেজের সামনে দিয়ে বাস যাতায়াত করলেও কলেজ গেটে কোনও স্টপেজ নেই। ফলে ছাত্রীদের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত। এ আই ডি এস ও ছাত্রী সংসদে আসার পর থেকেই জেলা পরিবহণ দপ্তরে বারবার ডেপুটেশন দিয়েও কোনও ফল না হওয়ায় গত ১ ডিসেম্বর ছাত্রী সংসদের নেতৃত্বে কলেজের সহস্রাধিক ছাত্রী সড়ক অবরোধ করে। দুই ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পর এস ডি ও এসে ছাত্রীদের সমস্যার কথা শোনেন এবং সেখানেই বাস স্টপের দাবি মেনে নেন এবং ছাত্রীদের লিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। এ ছাড়াও ছাত্রীদের কনসেশনের বিষয়টিও দেখার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পর অবরোধে সহযোগী সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

প্রচার ও হইচইয়ের ডামাডোলে আমানতকারীদের স্বার্থ চাপা না পড়ে

একের পাতার পর

ব্যবসার জাল বিছাতে পারল, তার জবাব কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারকেই দিতে হবে। বিশেষত সর্বস্বান্ত লক্ষ লক্ষ আমানতকারী সাধারণ মানুষের লুণ্ঠিত টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব দুই সরকারকে নিতে হবে।

সিবিআই বলেছে, এই চিট ফান্ড লুটের ব্যবসায় নানা রাজনৈতিক দল ও নেতারা যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূলও অভিযুক্ত এবং ইতিমধ্যেই সিবিআই তৃণমূলের একজন মন্ত্রী সহ দু'জন সাংসদকে গ্রেপ্তার করেছে। জনসাধারণের দাবি — সারদার মতো এত বড় একটি কেলেঙ্কারির প্রশ্নে সিবিআই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষ তদন্তের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের — তাঁরা যে-ই হোন না কেন, চিহ্নিত করে ন্যায্য বিচার প্রক্রিয়ার দ্বারা শাস্তির ব্যবস্থা করুক। কারণ, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে সিবিআই বহু কাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কিন্তু সিবিআই তদন্ত, গ্রেপ্তার ও তা নিয়ে ব্যাপক হৈ চৈ ও প্রচারের ধোঁয়ায় আমানতকারীদের লুট হয়ে যাওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার গুরুতর বিষয়টি যেভাবে চাপা পড়ে যাচ্ছে, তা দেখে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাই আমাদের দাবি, সিবিআই নিরপেক্ষ তদন্ত করুক, প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করুক এবং সর্বোপরি লুণ্ঠিত আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা দুই সরকার নিক।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

শ্রম আইন সংশোধন, শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাসের প্রতিবাদে

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথসভা

কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার শ্রম আইন সংশোধনের নামে শ্রমিক শ্রেণির ওপর যে ভয়ঙ্কর আঘাত নামিয়ে এনেছে, তার বিরুদ্ধে দেশের ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের উদ্যোগে গঠিত যুক্ত মঞ্চের দেশব্যাপী সংগ্রামের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ৫ ডিসেম্বর জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শ্রম আইন সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও মতামত গ্রহণের প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজস্থান রাজ্য সরকার একতরফা শ্রম আইন সংশোধনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

৫ ডিসেম্বর রাজধানী দিল্লিতে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দেন। শ্রমজীবী মানুষের বহু সংগ্রামে অর্জিত আইনি অধিকারগুলি হরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে মিলিত হন। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভা পরিচালনা করেন ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে ছিলেন রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা।

এই সভার শুরুতে সিটু নেতা শ্যামল চক্রবর্তী শ্রমিক শ্রেণির ওপর নামিয়ে আনা বর্তমান সরকারের আক্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় সহস্রাধিক শ্রমজীবী মানুষ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হয়ে সুসজ্জিত মিছিল করে প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দেশের একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির সর্বাধিক মুনাফার স্বার্থে নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি সরকার ও রাজস্থান সরকার শ্রমিককে মালিকের ক্রীতদাসে পরিণত করার চক্রান্তে সামিল হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি এসইজেড-এর উল্লেখ করেন। শ্রম আইন সংশোধন করে নরেন্দ্র মোদি সরকার মালিকদের হাতে ইচ্ছামতো শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি কমানো ইত্যাদি মারাত্মক অধিকার তুলে দিতে চাইছে। শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বলেন, শ্রমিক সংগ্রামের এই যুক্ত মঞ্চ ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের ভিত্তিতে পরিচালিত না হলে কোনওদিনই সঠিক দিশায় পৌঁছনো যাবে না।

এছাড়া এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি, টিইউসিসি, ইউটিইউসি, এআইসিসিটিইউ, এইচএমএস, বিএমএস প্রভৃতি ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ও ফেডারেশনগুলির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সকলেই ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন।

১১ ডিসেম্বর কলকাতায় ৯ দফা দাবিতে বামপন্থী দলসমূহের মিছিল-অবস্থান

১১ ডিসেম্বর ১৭টি বামপন্থী দলের ডাকে দেশজোড়া সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসাবে কলকাতায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ে অবস্থান মঞ্চ অভিমুখে মিছিল। অবস্থানের শুরুতেই পুলিশি অব্যবস্থায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ব্যারিকেডের সামনে ধস্তাধস্তিতে কয়েকজন বামপন্থী কর্মী আহত হন। ৬টা পর্যন্ত অবস্থান চলে। অবস্থানে বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

কৈলাস সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাইকে অভিনন্দন আই এ সি সি-র

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটি (আই এ সি সি)-র সাধারণ সম্পাদক মানিক মুখার্জী ১২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, শ্রী কৈলাস সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাই নরওয়ের অসলোয় তাঁদের নোবেল বক্তৃতায় সারা পৃথিবীর বিবেকের কাছে যে আবেগপূর্ণ আবেদন রেখেছেন, তার জন্য আই এ সি সি তাঁদের অভিনন্দন জানায়। তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শিশুদের অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁরা দু'জনেই শিশুদের শোষণের হাত থেকে মুক্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, শান্তিতে বাঁচার অধিকার আদায়ের দাবিতে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছেন, এমনকী নিজেদের জীবনেরও ঝুঁকি নিয়ে। আমরা তাঁদের সততা, নীতিনিষ্ঠতা, ব্যক্তিগত সাহস ও সহানুভূতিকে পূর্ণ মর্যাদা জ্ঞাপন করেই বিনীতভাবে বলতে চাই, শিশুদের অধিকার ও শোষণমুক্তি একমাত্র তখনই ঘটা সম্ভব, যখন সেই উদ্দেশ্যে লড়াইটিও যে ব্যবস্থার ফলে শিশুদের এই শোষণের শিকার হতে হচ্ছে বা তাদের অধিকার হানি ঘটছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখেই একযোগে লড়া হয়। তাঁদের নোবেল বক্তৃতায় মালালা ইউসুফজাই ও কৈলাস সত্যার্থী দু'জনেই গভীর উদ্বেগের সাথে বলেছেন যে, বিভিন্ন দেশ যুদ্ধাস্ত্রের পিছনে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করে থাকে, কিন্তু শিশুদের শিক্ষা বা তাদের দাসত্বমুক্তির ব্যবস্থা তারা করে উঠতে পারে না। আমাদের মতে শিশুদের শোষণ ও তাদের উপর অত্যাচারের আসল জনকই হল পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। ফলে এর উচ্ছেদ না ঘটাতে পারলে শিশুদের শোষণমুক্তি কোনও দিনই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, আমরা যতদিনে ১০০ শিশুকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করব অথবা ১০০ শিশুর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করব ততদিনে আরও লক্ষ শিশু নতুন করে দাসত্বের শৃঙ্খলে গিয়ে পড়বে বা শিক্ষার আওতার বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। আমরা তাই যাঁরা শিশুদের অধিকার নিয়ে সত্যি সত্যিই চিন্তিত, তাঁদের কাছে আবেদন জানাতে চাই, মানুষের উপর শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজেও হাত লাগান। আসুন, পৃথিবীর বুক থেকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে মুছে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এক হই, যাতে সেখানে প্রতিটি শিশু ও প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের অধিকার নিশ্চিত হয়।

সুন্দরবনের স্বজনহারা মহিলাদের কথা শোনার সময় হল না মুখ্যমন্ত্রীর

সুন্দরবন লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় হাজার হাজার পরিবার প্রবল দারিদ্রের কারণে অনন্যোপায় হয়ে, জীবন বিপন্ন করে, সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া, মৌন-মধু সংগ্রহ করতে যায়। হিংস্র বাঘ এবং ভয়ঙ্কর কুমির, হাঙর ও সাপের কামড়ে প্রতি বছর বহু নারী-পুরুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। কোনও কোনও পরিবারে ২-৩ জনেরও মৃত্যু হয়েছে। কেউ প্রাণে বেঁচে গেলেও সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। দুঃস্থ পরিবারগুলি স্বামী-পুত্র-পরিজন হারিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে এবং প্রবল অর্থসংকটে পড়ে অর্ধাহার-অনাহারে দুঃসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

নদীর পাড়ে অপেক্ষারত মহিলারা

মানসিকভাবে বিধ্বস্ত এই পরিবারগুলি সরকার-প্রশাসনের কাছ থেকে ন্যূনতম সমবেদনাটুকুও পায় না। প্রশাসনের কাছে তাদের আর্থিক সাহায্যের আবেদনও উপেক্ষিত। দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য বরাদ্দ 'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পের ঘরও এদের দেওয়া হয়নি। যুগ যুগ ধরে মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ও মধু সংগ্রহের অধিকার হরণ করে তাদের নানা বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এগুলি রপ্তানি করে কেন্দ্র-রাজ্য সরকার শত শত কোটি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হয়। সিপিএম শাসিত ৩৪ বছরে সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেনি। বর্তমান সরকারও করছে না। অসহায় মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনক এই জীবিকার ক্ষেত্র বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। উল্লেখ্য, মৃত-আহত-ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি বেশিরভাগ আদিবাসী এবং তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত।

২০০৯ সালে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আয়লায় বিষাক্ত নোনা জলে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, হাজার হাজার পরিবারের রেশন কার্ড, আইডেনটিটি কার্ড, দলিল পত্র সহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে উপেক্ষিত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবিতে ১০-১১ ফেব্রুয়ারি দু-দিন ব্যাপী গোসাবা বি ডি ও অফিসে অনশন অবস্থানের কর্মসূচির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

৯ ডিসেম্বর, মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের নিয়ে সুন্দরবন ভ্রমণে যান। ঐদিন ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধবারা তাঁদের জীবনের উপরোক্ত সমস্যাগুলির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর জন্য তাঁদের কমিটির স্মারকলিপি নিয়ে পাখিরালয়ে অপেক্ষা করেন, বয়স্কা বিধবারা সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী ওঁদের কাছে না আসায়, বাধ্য হয়ে তাঁরা নদীর পাড়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন, যতদিন পর্যন্ত তাঁদের দাবি পূরণ না হচ্ছে, ততদিন কমলা মণ্ডল, সুভদ্রা মণ্ডল, কৌশল্যা মণ্ডল, সীতারানি ভুঁইএগ প্রমুখেরা এই 'বাঘ-কুমির-হাঙরের কামড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিধবাদের কমিটি'র নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in